যাকাত
ও
ছাদাক্বা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব লাভের দৃঢ় আশায় আল্লাহ্র পথে সকল প্রকার ঐচ্ছিক দানকে 'ছাদাক্বা' বলে। পারিভাষিক অর্থে সঞ্চিত ধন ও অন্যান্য সম্পদের 'নেছাব' পরিমাণ অংশের বাধ্যতামূলক দানকে 'যাকাত' বলে।

'যাকাত' (زَكَوٰةٌ) অর্থ পরিশুদ্ধ করা ও বৃদ্ধি পাওয়া এবং 'ছাদাক্বা' (صَدَقَةٌ) অর্থ দান করা। দু'টিরই লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। 'যাকাত' ও 'ছাদাক্বা' বিনিয়োগ হয়। ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও তার প্রবাহ ঘটে। পক্ষান্তরে সূদ কোন সম্পদ নয়। ঋণের আর্থিক বিনিময় মাত্র। যা শোষণ করে। পুনরায় ঋণ দিলে পুনরায় শোষণ করে। এমনকি ঋণের মেয়াদ শেষ হ'লে তার সূদ আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ বাড়তেই থাকে। যা ঋণ গ্রহীতাকে রক্তহীন করে ফেলে। একসময় ক্রেতার অভাবে উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকে। ফলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ে নিঃস্ব হয়। এভাবে আর্থিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে সমাজদেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। আর সেজন্যেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১] আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন'।[২]

'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনে, সেটাই সূদ'।[৩] এর বিপরীতে আখেরাতে বহুগুণ নেকী লাভের আশায় দুনিয়াবী লাভহীন ঋণকে 'কর্যে হাসানাহ' বলা

---

১. إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ– আহমাদ হা/৩৭৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৫১৮; মিশকাত হা/২৮২৭ রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।

২. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৬।

৩. عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضـــ ... نُهُوا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً– আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭ সনদ ছহীহ; كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا বায়হাক্বী ৫/৫৭৩ হা/১০৯৩৩; ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ) হ'তে মওকূফ; যঈফুল জামে' হা/৪২৪৪।

হয়। যা ইসলামে অনুমোদিত। পৃথিবীর তাবৎ সূদী কারবার ঋণের বিনিময়ে লাভের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সে যুগের 'কাবুলীওয়ালা' ও 'দাদন ব্যবসায়ী'দের স্থলে এযুগে সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শতভাগ সূদবিহীন কোন ব্যাংক পৃথিবীতে নেই। ব্যাংক মালিকেরা 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র ন্যায় অন্যের সঞ্চিত ধনে অন্যকে কিছু মুনাফার বিনিময়ে ঋণ দিয়ে নিজেরা লাভবান হন। 'এমনকি যারা কেবল নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে টাকা রাখেন, তাদেরকে মুনাফার লেবাস পরিয়ে ব্যাংক সূদ নিতে প্ররোচিত করেন। এভাবে সামান্য লাভের টোপ দিয়ে সিংহভাগ মালিক পক্ষ ভোগ করেন'।[৪] অথচ যা হারাম, তার অল্পটাও হারাম বেশীটাও হারাম।[৫] মুসলিম রাষ্ট্র ও ব্যাংক মালিকদের উচিত ছিল ইসলামী নীতি অনুযায়ী 'মুশারাকা' বা 'মুযারাবা'র ভিত্তিতে ব্যাংক সমূহ পরিচালনা করা। কিন্তু সেটি বাস্তবে কোথাও নেই।[৬]

'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন'।[৭] কুরআনে সূদ হারামের উপর ৮টি আয়াত নাযিল হয়েছে।[৮] অথচ বান্দা সূদকে হালাল করেছে ও ব্যবসাকে সূদযুক্ত করেছে। প্রদত্ত ঋণের অতিরিক্ত যেটাই নেওয়া হবে, সেটাই হবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।[৯] মক্কার আবু জাহলরা ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য বুঝেনি। এযুগের সূদী কারবারীরাও সেটা বুঝেনা। অথচ এটি এত ঘৃণিত যে, জমি চাষের সময়

---

৪. শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ ২০০০) ৭৩ পৃ.। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এই প্রফেসর ১৯৮৪ থেকে একবছর বাদে ২০০৭ পর্যন্ত ২৩ বছর ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ বোর্ডের সদস্য ছিলেন *(ঐ, বক্তব্য ০৪.০৩.২০২৩ ইং)*।

৫. যেমন মদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ– 'যার বেশীটা মাদকতা আনে, তার অল্পটাও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮১; তিরমিযী হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়, রাবী জাবের (রাঃ)*। আর সম্পদের লোভ মদের আসক্তির চাইতে বেশী।

৬. বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'বায়'এ মুআজ্জাল' বই।

৭. قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৫।

৮. যেমন সূরা বাক্বারাহ ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০ এবং আলে ইমরান ৩/১৩০, নিসা ৪/১৬১ ও রূম ৩০/৩৯; মোট ৮টি।

৯. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ– বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৭৮-২৭৯।

লাঙ্গলের ফালের আঘাতে গরুর পায়ের যখমের পোকাগুলিও স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ সূদখোরের নামে দূর থেকে ফুঁক দিলেও তা বেরিয়ে যায় এবং গরু সুস্থ হয়। এযুগেও তেমনি সূদী প্রথা বন্ধ হ'লে পৃথিবী সুস্থ হবে।

সূদ আজ বিশ্বকে হিংস্র অক্টোপাসের মত গ্রাস করেছে। যা বিশ্ব মানবতাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এর বিরুদ্ধেই ইসলামের যুগান্তকারী বিধান হ'ল যাকাত ও ছাদাক্বা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যা মানবতার রক্ষা কবচ।

বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত

৯ই মার্চ ২০২৩ বৃহস্পতিবার। -লেখক।

পার্থক্য করে'।[১৪] এতে ওমর (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী একমত হন, যা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে গণ্য।

এতে বুঝা যায় যে, স্ব স্ব এলাকায় বায়তুল মাল জমা ও বণ্টনের পর একটা অংশ অবশ্যই রাষ্ট্র বা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংগঠন ও সংস্থার কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল তহবিলে জমা দিতে হবে।

যাকাত ও ছাদাক্বা বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য

(حقيقة لزومية الزكاة والصدقة)

ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় সওয়ারীতে আরোহী মু'আযের সাথে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে মু'আয! সম্ভবতঃ পরের বছর তুমি আর এখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে না। তখন তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের মধ্য দিয়ে চলবে। এ কথা শুনে মু'আয কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মু'আয! 'তুমি যাচ্ছ আহলে কিতাবদের নিকট। তুমি তাদেরকে প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাতের দাওয়াত দাও। সেটা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা সেটা মেনে নেয়, তাহ'লে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের অভাবীদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সাবধান! তাদের উত্তম মাল সমূহ থেকে বিরত থাক এবং মযলূমের দো'আ থেকে বাঁচো। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই' (অর্থাৎ তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) (কান্না চেপে) মদীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,–إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا 'নিশ্চয়ই আমার নিকট ঐ লোকেরাই উত্তম, যারা আল্লাহভীরু। তারা যে-ই হৌক বা তারা যেখানেই থাকুক'![১৫] অর্থাৎ হে মু'আয! তুমি ইয়ামনে থাক, আর

১৪. বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৫. বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২, 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ); মির'আত হা/১৭৮৭ হাদীছের ব্যাখ্যা; মিশকাত হা/৫২২৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)।

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ– ‘তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ’লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। বস্তুতঃ সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন’ *(হজ্জ-মাদানী ২২/৪১)*।

তাই রাষ্ট্রীয় তহবিল ছাড়াও মুমিনের সমাজে ও সংগঠনে বায়তুল মাল ফাণ্ড থাকবে। যেখান থেকে মুমিন বিপদ কালে সাহায্য পাবে। এর মাধ্যমে ইসলামী সমাজে যাকাত ও ছাদাক্বা বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে।

কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ (القرض الحسن)

যাকাত ও ছাদাক্বা হ’ল আল্লাহকে দেওয়া কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ। যা বহুগুণ বেশী ফেরৎ পাওয়া যাবে। যেমন,

(১) ইসলামের শুরুতেই মাক্কী জীবনে আল্লাহ বলেছেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ، هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– ‘আর তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য যতটুকু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ’ল উত্তম ও মহান পুরস্কার। আর তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(মুয্যাম্মিল-মাক্কী ৭৩/২০)*।

অতঃপর ইসলামের শেষ দিকেও মাদানী জীবনে আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি

তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৪৫)*।

(২) আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ– 'কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? অতঃপর সেজন্য তিনি তাকে বহুগুণ বেশী দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার?'*(হাদীদ-মাদানী ৫৭/১১)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ– 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ-মাদানী ৫৭/১৮)*।

(৩) আল্লাহ বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا، يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ– 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল' *(তাগাবুন-মাদানী ৬৪/১৭)*।

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দানের জন্য মাক্কী ও মাদানী সকল সূরায় বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতএব মুমিনের কর্তব্য হবে, সর্বাবস্থায় সাধ্যমত আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়া এবং কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি ছাড়াই আল্লাহ্র নিকটে উত্তম বিনিময় পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশায় ছাদাক্বা করা।

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি
(عقوبة عدم دفع الزكاة)

(১) আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ- ‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও’। ‘যেদিন সেগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এগুলি হ’ল সেইসব স্বর্ণ-রৌপ্য, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা যা সঞ্চিত রেখেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর’ *(তওবা-মাদানী ৯/৩৪-৩৫)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ : وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ- ‘যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথার বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন’।[১৭] যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ

১৭. বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪ ‘যাকাত’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। ‘টেকো মাথা বিশিষ্ট’ বলার মাধ্যমে সাপটির প্রচণ্ড বিষধর হওয়া বুঝানো হয়েছে। বিষের প্রভাবে এবং বয়স্ক হওয়ার কারণে যার মাথা টেকো হয়ে গেছে *(মিরক্বাত)*।